

# এক কথায় প্রকাশ

অ

অকালে যে বোধ--> অকালবোধন

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করে না যে--> অবিমৃষ্যকারী

অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা--> প্রত্নাদগমন

অগ্রে গমন করে যে--> অগ্রগামী

অগ্রে দান গ্রহণ করে যে--> অগ্রদানী

অগ্রে বর্তমান থাকে যে--> অগ্রবর্তী

অতি শীতও নয়, গ্রীষ্মও নয়--> নাতিশীতোষ্ণ

অর্থ নাই যাহার--> নিরর্থক

অনায়াসে লাভ করা যায় যাহা--> অনায়াসলভ্য

অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক--> অনুচিকীষু

অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক--> অনুসন্ধিৎসু

অন্যদিকে মন যাহার--> অন্যমনস্ক

অন্যদিকে মন নাই যাহার--> অন্যমনা

অন্য দেশ--> দেশান্তর

অনেকের মধ্যে এক--> অন্যতম

অন্য সময়/বার--> বারান্তর

অন্ন ভক্ষণ করিয়া যে প্রাণ ধারণ করে--> অন্নগতপ্রাণ

অন্য ভাষায় রূপান্তরিত--> অনূদিত

অন্য লিপিতে রূপান্তর--> লিপান্তর

অপত্য হইতে বিশেষ পার্থক্য না করিয়া--> অপত্যনির্বিশেষে

অতি দীর্ঘ নয় যাহা--> নাতিদীর্ঘ

অপকার করার ইচ্ছা--> অপচিকীর্ষা  
অনুকরণ করার ইচ্ছা--> অনুচিকীর্ষা  
অগ্রে জন্মগ্রহণ করেছে যে--> অগ্রজ  
অপরাধ নাই যার--> নিরপরাধ  
অক্ষির অগোচরে--> পরোক্ষ  
অক্ষির সম্মুখে--> প্রত্যক্ষ  
অবশ্য ঘটবে যাহা--> অবশ্যম্ভাবী  
অপরের দোষ খুঁজে বেড়ায় যে--> ছিদ্রাশ্বেষী  
অভিজ্ঞতার অভাব--> অনভিজ্ঞতা  
অব্র লেহন করে যে--> অব্রংলেহী  
অরিকে দমন করে যে--> অরিন্দম  
অশ্বে আরোহণ করে যে ব্যক্তি বা সৈনিক--> অশ্বারোহী  
অশ্ব, রথ হস্তী পদাতিক সৈন্যের সমাহার--> চতুরঙ্গ  
অশ্রুর দ্বারা সিক্ত--> অশ্রুসিক্ত  
অসম্ভব কাল ঘটাইতে অতিশয় পটু--> অঘটনঘটনপটিয়সী  
অস্ত্র যাইতে উদ্যত--> অস্ত্রোন্মুখ, অস্ত্রায়মান  
অস্থায়ীভাবে বাস করিবার মত স্থান--> বাসা  
অহং বা আত্ম সম্বন্ধে অতি চেতনার ভাব--> অহমিকা

আ

আকাশে চরিয়া বেড়ায় যাহা--> খেচর, আকাশচারী  
আকাশের ন্যায় রঙ--> আকাশী  
আকাশে গমন করে যে--> বিহগ, বিহঙ্গ  
আচরণের যোগ্য--> আচরণীয়  
আচারে যাহার নিষ্ঠা আছে--> আচারনিষ্ঠ  
আঠা যুক্ত আছে যাহাতে--> আঠাল, আঠালো  
আত্ম বা নিজ সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত--> আত্মীয়  
আত্ম বা যে নিজে বিষয়কেই সর্বস্ব বলিয়া মনে করে--> আত্মসর্বস্ব

আতপে শুষ্ক--> আতপশুষ্ক

আত্মার সম্বন্ধীয়--> আধ্যাত্মিক

আদরের সহিত--> সাদরে

আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত--> আদ্যন্ত, আদ্যোপান্ত

আপনাকে যে ভুলিয়া থাকে--> আপনভোলা, আত্মভোলা

আমিষের অভাব--> নিরামিষ

আচরণের যোগ্য--> আচরণীয়

আপনার রং লুকায় যে--> বর্ণচোরা

আরাধনার যোগ্য--> আরাধ্য

আয় বুঝে ব্যয় করে না--> অমিতব্যয়ী

আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন যিনি--> কৃতার্থমন্য

আপনাকে যে হত্যা করে--> আত্মঘাতী

আয়ুর পক্ষে হিতকর--> আয়ুষ্য

আয় অনুসারে ব্যয় করেন যিনি--> মিতব্যয়ী

আসমানের মত রঙ--> আসমানী

আমার তুল্য--> সাদৃশ

ই

ইতিহাস লেখেন যিনি--> ঐতিহাসিক

ইহলোকে যাহা সামান্য বা সাধারণ নয়--> আলোক সামান্য

ইহার তুল্য--> ঈদৃশ

ইতিহাস সম্পর্কিত যা--> ঐতিহাসিক

ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে--> জিতেন্দ্রিয়

ঈ

ঈশ্বরে (বা পরলোকে) যাহার বিশ্বাস আছে--> আস্তিক

ঈশ্বরে (বা পরলোকে) যাহার বিশ্বাস নেই--> নাস্তিক

ঈষৎ আমিষ্য গন্ধবিশিষ্ট--> আঁষটে

ঈষৎ উষঃ যাহা--> ঈষদুষঃ, কবোষঃ, কদুষঃ

ঈষৎ শিক্ষিত--> শিক্ষিতকল্প

ঈষৎ রুগ্ন--> রোগাটে

উ

উপকারীর উপকার স্বীকার না করা--> অকৃতজ্ঞতা

উপকারীর উপকার স্বীকার করা--> কৃতজ্ঞতা

উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে--> অকৃতজ্ঞ

উপকারীর অপকার করা--> কৃতঘ্নতা

উপায় নাই যাহার--> নিরূপায়

উপস্থিত বুদ্ধি আছে যাহার--> প্রত্যুৎপন্নমতি

উপকারীর অপকার করে যে--> কৃতঘ্ন

উপকার করতে ইচ্ছুক--> উপচিকীর্ষু

উপকার করার ইচ্ছা--> উপচিকীর্ষা

উদরই সর্বস্ব যার--> উদরসর্বস্ব

উড়ে যাচ্ছে যা--> উড্ডীয়মান

এ

এক সঙ্গে পাঠ করে যে--> সহপাঠী

এক হতে আরম্ভ করে--> একাদিক্রমে

একই স্বামীর পত্নী যারা--> সপত্নী

এক বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত যার--> একাগ্রচিত্ত

এ পর্যন্ত শত্রু নাই যার--> অজাতশত্রু

একই গুরুর শিষ্য যাহারা--> সতীর্থ

একই সময়ে--> যুগপৎ

এখন ভস্মে পরিণত হইয়াছে--> ভস্মীভূত

এখন বশে আসিয়াছে--> বশীভূত  
একই সময় বর্তমান--> সমসাময়িক  
একই মায়ের সন্তান যাহারা--> সহোদর  
এ পর্যন্ত যাহার শত্রু জন্মে নাই--> অজাতশত্রু  
এ পর্যন্ত দাড়ি গোঁফ জন্মায় নাই যার--> অজাতশূত্র

ক

কাতর না হয়ে--> অকাতরে  
কঠোর সমীপে--> উপকণ্ঠ  
কূলের সমীপে--> উপকূল  
কর্মে অতিশয় কুশল--> কর্মঠ  
কোথাও নত কোথাও উন্নত--> বন্ধুর  
কথায় যাহা বর্ণনা করা যায় না--> অনির্বচনীয়/অবর্ণনীয়  
কোথাও হইতে যাহার ভয় নাই--> অকুতোভয়  
কন্যার সঙ্গে পৃথক বিচার না করিয়া--> কন্যানির্বিশেষে  
কর্মে অতিশয় দক্ষ--> কর্মকুশল  
কর্মে অতিশয় তৎপর--> ত্বরিতকর্মী  
কর্মের তত্ত্বাবধান যিনি করেন--> কর্মাধ্যক্ষ, কর্মকর্তা  
কর্মের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি--> কর্মচারী  
কম বয়স যাহার--> কমবয়সী  
কোন ভয় নাই যাহার--> অকুতোভয়  
কষ্টে গমন করা যায় যেখানে--> দুর্গম  
কি করতে হবে তা বুঝতে পারে না যে--> কিংকর্তব্যবিমূঢ়  
কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে যে--> আত্মনিষ্ঠ  
কোনটা দিক, কোনটা বিদিক, এই জ্ঞান নাই যাহার-->  
দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য  
কেহ জানিতে না পারে এইরূপভাবে--> অজ্ঞাতসারে  
ক্রমকে বজায় রাখিয়া--> যথাক্রমে, ক্রমান্বয়ে

ক্রমে যাহা আসিয়াছে--> ক্রমাগত

খ

খ্যাতি আছে যার--> খ্যাতিমান

খাইবার ইচ্ছা--> ক্ষুধা

খাইবার যোগ্য--> খাদ্য

খাওয়ার জন্য যে খরচ--> খাইখরচ

খেলায় দক্ষ যিনি--> খেলোয়াড়

খুন করিয়াছে যে--> খুনী

গ

গ্রীবা যার সুন্দর--> সুগ্রীব

গলায় ফাঁস আটিয়ে যে মৃত্যুদন্ড--> ফাঁসি

গোপন করার ইচ্ছা--> জুগুপ্সা

গাছে পাকা--> গাছপাকা

গাছ হইতে পাড়া--> গাছপাড়া

গঙ্গার অপত্য--> গাঙ্গেয়

গ্রামে প্রস্তুত--> গ্রাম্য বা গ্রাম্যজাত

গোলাপের মত রং যাহার--> গোলাপী

গভীর রাত্রি--> নিশীথ

গোপন করিবার যোগ্য--> গোপনীয়

ঘ

ঘুমাচ্ছে যে--> ঘুমন্ত

ঘরের অভাব--> হা--> ঘর

ঘর নাই যার--> হা ঘরে

ঘূতের অল্প গন্ধ যাহাতে--> ঘূতগন্ধী  
ঘৃণার যোগ্য--> ঘৃণ্য, ঘৃণার্থ  
ঘি মাখা ভাত--> ঘিভাত  
ঘুমাইয়া আছে যে--> সুপ্ত  
ঘর্ষণ বা পেষণজাত সুগন্ধ--> পরিমল

চ

চৈত্র মাসের ফসল--> চৈতালী  
চাঁদের মতো--> চাঁদপনা  
চোখের নিমেষ না ফেলে--> অনিমেষ  
চলার শক্তি--> চলচ্ছক্তি  
চেটে খাওয়া যায় যা--> লেহ্য  
চুষিয়া খাওয়া যায় যা--> চোষ্য  
চোখের নিমেষ না ফেলিয়া--> অনিমেষ  
চক্ষু দ্বারা গৃহীত--> চাক্ষুষ  
চক্ষুর দ্বারা নিষ্পন্ন--> চাক্ষুষ  
চক্ষুর সম্মুখে--> প্রত্যক্ষ  
চক্ষুর আড়ালে--> পরোক্ষ  
চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট--> প্রত্যক্ষীভূত  
চন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত--> চান্দ্র  
চন্দ্র চূড়ান্তে যাহার--> চন্দ্রচূড়  
চর্চণ করিয়া খাওয়া যায় যাহা--> চর্ব্য  
চাটু করে যে--> চাটুকর  
চিরস্থায়ী নয় যাহা--> নশ্বর  
চিরকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী--> চিরস্থায়ী

ছ

ছেলে ধরে যে--> ছেলেধরা

ছায়া--> প্রধান তরু--> ছায়াতরু

ছল করিয়া কান্না--> মায়াকান্না

জ/ঝ

জীবন পর্যন্ত--> আজীবন

জানার ইচ্ছা--> জিজ্ঞাসা

জানতে ইচ্ছুক--> জিজ্ঞাসু

জলপানের জন্য দেয় অর্থ--> জলপানি

জন্ম হতে শুরু করে--> আজন্ম

জানু পর্যন্ত লম্বিত--> আজানুলম্বিত

জটা আছে যার--> জটিল

জয় করিবার ইচ্ছা--> জিগীষা

জায়া ও পতি--> দম্পতি

জয়সূচক উৎসব--> জয়ন্তী

জয়লাভ করিয়াছেন যিনি--> জয়ী

জীবন্ত থাকিয়া মৃত--> জীবন্মৃত

জ্বল জ্বল করিতেছে যাহা--> জাজ্বল্যমান

জলে ও স্থলে চরে এমন--> উভচর

ঠ/ড/ঢ

ডুবে যাচ্ছে যা--> ডুবন্ত

ঢাকার তৈরি--> ঢাকাই

ঢাক বাজায় যে--> ঢাকী

ত

তিন ফলের সমাহার--> ত্রিফলা



তন্তু দ্বারা বয়ন করে যে--> তাঁতী  
তিন রাস্তার সমাহার--> তেমাথা  
ত্বরায় গমন করে যে--> তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম  
তুলার দ্বারা তৈরি--> তুলোট, তুলট

দ

দিবসের মধ্যভাগ--> মধ্যাহ্ন  
দিবসের প্রথম ভাগ--> পূর্বাহ্ন  
দিবস ও রজনীর সন্ধিক্ষণ--> গোধূলি  
দর্শনশাস্ত্র জানেন যিনি--> দার্শনিক  
দিবসের শেষ ভাগ--> অপরাহ্ন  
দুবার জন্মে যা--> দ্বিজ  
দু'বার ফসল জন্মে যাতে--> দুফসলা/দোফসলা  
দমন করা যায় না যা--> অদম্য  
দুইয়ের মধ্যে একটি--> অন্যতম  
দিনে একবার আহার করে যে--> একাহারী  
দান করেন যিনি--> দাতা  
দিন ও রাত্রি ব্যাপিয়া--> দিবারাত্রি, আহোরাত্র  
দিনের আলো ও রাত্রির অন্ধকারে--> সন্ধিক্ষণ/গোধূলী  
দেখিবার ইচ্ছা--> দিদ্ক্ষা  
দুঃখে দমন করা যায় যাহাকে--> দুর্দমনীয়  
দার পরিগ্রহ করেন নাই যিনি--> অকৃতদার  
দারে থাকে যে--> দৌবারিক  
দূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দেখে না যে--> অদূরশী  
দ্বার রক্ষা করে যে--> দ্বরী, দ্বারবান, দারোয়ান

ধ

ধার আছে যাতে--> ধারালো

ধনুকের ধ্বনি--> টঙ্কার

ধন নাই যার--> নির্ধন

ধূম উদগীরণ করেছে যা--> ধূমায়মান

ন

নৌকা চালায় যে--> নাবিক

নিন্দা করতে ইচ্ছা--> জুগুন্সা

নিজেকে যে বড় মনে করে--> হামবড়া

নিন্দা করার যোগ্য--> নিন্দনীয়

নূপুরের ধ্বনি--> নিক্কণ

নিন্দা করার অযোগ্য--> অনিন্দ্য

নিয়মের অধীন--> বিধিবদ্ধ

প

প্রমাণ করা যায় যা--> প্রমেয়

প্রিয় কথা বলে যে রমণী--> প্রিয়ংবদা

পর্বতের কন্যা--> পার্বতী

পরের উন্নতি দেখলে যার হিংসা হয়--> পরশ্রীকাতর

পঙ্কে জন্মে যা--> পঙ্কজ

প্রেম করিবার ইচ্ছা--> প্রেমীষা

প্রমাণ করা যায় না যা--> অপ্রমেয়

প্রাণের চেয়ে প্রিয় যা--> প্রাণপ্রিয়

পাখির কলরব--> কুজন

প্রশংসার যোগ্য--> প্রশংসনীয়

পা ধুইবার জল--> পাদ্য

পিতার ভ্রাতা--> পিতৃব্য

প্রতিকার করিবার ইচ্ছা--> প্রতিচিকীর্ষা  
প্রতিকার করিতে ইচ্ছুক--> প্রতিচিকীষু  
প্রথমে মধুর কিন্তু পরিণামে মধুর নহে--> আপাতমধুর  
প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার করিয়া--> প্রাণপণে  
প্রায় মৃত--> মৃতকল্প  
প্রিয় বাক্য বলে যে--> প্রিয়বাদী

ফ

ফল পাকিলে যে উদ্ভিদ মরিয়া যায়--> ওষধি  
ফাঁস দিয়া মানুষ মারে যে--> ফাঁসুড়ে  
ফুল হইতে তৈরি--> ফুলেল

ব

বরণ করার যোগ্য--> বরণীয়  
বেশি কথা বলে যে--> বাচাল  
বহুর মধ্যে প্রধান--> শ্রেষ্ঠ  
বিনা যত্নে লাভ করা যায় যা--> অযত্নলব্ধ  
বাস্তব হতে উৎখাত যারা--> উদ্ভাস্ত  
বিহঙ্গের ধ্বনি--> কাকলি  
বহুকাল যাবৎ চলে আসছে যা--> চিরন্তন  
বাঘের চামড়া--> কৃন্তি  
বলা হয়েছে যা--> উক্ত  
বপন করা হয়েছে যা--> উগ্ধ  
বেতন লাগেনা এমন--> অবৈতনিক  
বমি করার ইচ্ছা--> বিবমিষা  
ব্যাঙের ছানা--> ব্যাঙাচি  
বিজ্ঞান জানেন যিনি--> বৈজ্ঞানিক

বীরের ধ্বনি--> হুঙ্কার

বলার যোগ্য নয় যা--> অকথ্য

বলা হয় নাই যা--> অনুভূত

বন্দোবস্ত নাই যেখানে--> বে বন্দোবস্ত

বনে বাস করে যে--> বনবাসী

বরণ করিবার ইচ্ছা--> বরণীয়

বন্দনা করিবার যোগ্য--> বন্দ্য, বন্দনীয়

বয়সের তুল্য--> বয়সী

বহু গৃহ হইতে ভিক্ষা সংগ্রাহক--> মাধুকরী

বাক্য ও মনের অগোচর--> অবাঙমানসগোচর

বালক হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক সকলেই-->

আবালবৃদ্ধবণিতা

বালকের অহিত--> বালাই

বিদেশ হইতে আগত--> বৈদেশিক

বিদেশে বাস করে যে--> প্রবাসী

বিষ্ণুর উপাসক--> বৈষ্ণব

বিশ্ববাসীর জন্য হিত/বিশ্বজনের নিমিত্তে হিত--> বিশ্বজনীন

বীর সন্তান প্রসব করে যে নারী--> বীরপ্রসূ



ভ্রমের ধ্বনি--> গুঞ্জন

ভদ্রলোক যে রকম ব্যবহার করেন--> ভদ্রোচিত

ভবিষ্যতে কী হবে দেখে যে--> পরিণামদর্শী

ভোজন করার ইচ্ছা--> বুভুক্ষা

ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান জানেন যিনি--> ত্রিকালজ্ঞ

ভাবী ঘটনার সংকেত--> পূর্বাভাস

ভয় নাই যার--> নির্ভীক

ভোজন করতে ইচ্ছুক--> বুভুক্ষু

ভগিনীর পুত্র--> ভাগেনেয়

ভবিষ্যৎ কী হইবে দেখে না যে--> অপরিণামদর্শী

ভস্মে পরিণত হইয়াছে যাহা--> ভস্মীভূত

ভাস্কের নেশা করে যে--> ভাঙড়

ভিক্ষার অভাব--> দুর্ভিক্ষ

ভুজ বা বাহুতে ভর করিয়া চলে যে--> ভুজঙ্গ

ভোজন করিবার ইচ্ছা--> বুভুক্ষা, ভোজনেচ্ছা

ম

মমতা নাই যার--> নির্মম

ময়ূরের ডাক--> কেকা

মর্মকে পীড়া দেয় যে--> মর্মস্তুদ

মাটি ভেদ করে উঠে যা--> উদ্ভিদ

মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি --> মৃন্ময়

মন হরণ করে যা--> মনোহরী

মর্মকে স্পর্শ করে যা--> মর্মস্পর্শী

মক্ষিকাও প্রবেশ করিতে পারে না যেখানে--> নির্মক্ষিক

মরার মত হইয়াছে যে--> মুমূর্ষ

মরার মত--> মৃতবৎ

মরণ পর্যন্ত/মৃত্যু পর্যন্ত--> আমরণ, আমৃত্যু

মনে যাহার জন্ম--> মনসিজ

মাথা পাতিয়া লইবার যোগ্য--> শিরোধার্য

মুক্তি পাইতে ইচ্ছুক--> মুমুক্শু, মুক্তিকামী

মূর্তির ন্যায় যাহা--> প্রতিমূর্তি

ময়ূর কণ্ঠের ন্যায় রঙ যাহার--> ময়ূরকণ্ঠী

মদের নেশা করে যে--> মাতাল

য

যাহা অতিক্রম করা যায় না--> অনতিক্রম্য, অনতিক্রমণীয়  
যাহা অতি কষ্টে সাধন করা যায়--> দুঃসাধ্য  
যাহা অবশ্যই ঘটবে--> অবশ্যস্বাবী, ভবিতব্য  
যাহা অন্য ব্যক্তিতে নাই--> অনন্যসাধারণ  
যাহা অধ্যয়ন করা হইয়াছে--> অধীত  
যাহা আঘাত দ্বারা সহজে ভাঙ্গে না--> ঘাতসহ  
যাহা আশা করা যায় তাহার অধিক--> আশাতীত  
যাহা উড়িয়া যাইতেছে--> উড্ডীয়মান  
যাহা উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়--> দুরূচ্চার্য, অনুচ্চার্য  
যাহা উদিত হইতেছে--> উদীয়মান  
যাহা কষ্টে নিবারণ করা যায়--> দুর্নিবার  
যাহা কষ্টে লাভ করা যায়--> দুর্লভ  
যাহা কষ্টে জয় করা যায়--> দুর্জয়  
যাহা ঘূর্ণিত হইয়াছে--> ঘূর্ণায়মান  
যাহা কথায় বর্ণনা করা যায় না--> অবর্ণনীয়  
যাহা চিবাঁইয়া খাওয়া যায়--> চর্ব্য  
যাহা চিন্তা করা যায় না--> অচিন্তনীয়, চিন্তাতীত  
যাহা দিতে পারা যায় না--> অদম্য  
যাহা দ্বারা ছেদন করা হয়--> ছেদনী, ছেনী  
যাহা ধ্যানের দ্বারা জানা যায়--> ধ্যানগম্য  
যাহা নষ্ট হয়--> নশ্বর  
যাহা নষ্ট হয় না--> অবিনশ্বর  
যাহা পরিমাণ করা যায় না--> অপরিমেয়  
যাহা পান করা যায়--> পানীয়, পেয়  
যাহা পান করা যায় না--> অপেয়  
যাহা পুনঃ পুনঃ দুর্লিতেছে--> দোদুল্যমান  
যাহা পুনঃ পুনঃ জ্বলিতেছে--> জাজ্বল্যমান  
যাহা পূর্বে কখনো দেখা যায় নাই বা পূর্বে ঘটে নাই--> অদৃষ্টপূর্ব  
যাহা পূর্বে কখনো হয় নাই--> অভূতপূর্ব

যাহা পূর্বে ছিল এখন নাই--> ভূতপূর্ব  
যাহা বিনা আয়াসে লাভ করা যায়--> অনায়াসলভ্য  
যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে--> চিরন্তন  
যাহা বিনা যত্নে লাভ করা হইয়াছে--> অযত্নলব্ধ  
যাহা বলা উচিত নয়--> অকথ্য, অবক্তব্য  
যাহা বিশ্বাস করা যায় না--> অবিশ্বাস্য  
যাহা বলা হইবে--> বক্ষ্যমান  
যাহা বপন করা হইয়াছে--> উগ্ধ  
যাহা বাষ্প উদগমন করিতেছে--> বাষ্পায়মান  
যাহা ভেদ করা দুঃসাধ্য--> দুর্ভেদ্য  
যাহা ভস্ম হইয়াছে--> ভস্মীভূত  
যাহা মাটি ভেদ করিয়া উঠে--> উদ্ভিদ  
যাহা মর্মকে স্পর্শ করে--> মর্মস্পর্শী  
যাহা লংঘন করা উচিত নয়--> অলংঘনীয়  
যাহা লেহন করিয়া খাওয়া হয়--> লেহ্য  
যাহার কুলশীল জানা নাই--> অজ্ঞাতকুলশীল  
যাহার জায়া যুবতী--> যুবজানি  
যাহার দুই হাত সমান চলে--> সব্যসাচী  
যাহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছে--> বিপত্নীক  
যাহার পুত্র নাই--> অপুত্রক  
যাহা লংঘন করা দূরূহ--> দুর্লংঘ্য  
যাহা লাফাইয়া চলে--> প-বগ  
যাহা লোক বিদিত/লোকে বলিত--> লৌকিক  
যাহা শব্দ করিতেছে--> শব্দায়মান  
যাহা শিরে ধারণ করিবার যোগ্য--> শিরোধার্য  
যাহা সহজে জীর্ণ হয়--> সুপ্রাচ্য  
যাহা সহজে জীর্ণ হয় না--> দুস্প্রাচ্য  
যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়--> ভঙ্গুর  
যাহা সাধারণত দেখা যায় না--> অসাধারণ

যাহা সহজে পরিপাক করিতে পারা যায় না--> গুরুপাক, দুষ্প্রাচ্য

যাহা সহজে লাভ করা যায়--> সুলভ

যাহা সরোবরে জন্মে--> সরোজ, সরসিজ

যাহা অতিক্রম করা যায় না--> দুরতিক্রম্য

যাহা সারাদিন ব্যবহার করা হয়--> আটপৌরে

যাহা হইতে পারে না--> অসম্ভব

যাহা হইতে ধূম উদগীরণ হইতেছে--> ধূমায়মান

যাহার অন্য উপায় নাই--> অনন্যোপায়

যাহার অন্য গতি নাই--> অনন্যগতি

যাহার আকার কুৎসিত--> কদাকার

যাহার এক বিষয়ে চিত্ত নিবদ্ধ--> একাগ্রচিত্ত

যাহার পরিমাণ করা যায় না--> অপরিমেয়

যাহার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে--> জাতিস্মরণ

যাহার প্রভাব ক্ষণকাল স্থায়ী হয়--> ক্ষণপ্রভা

যাহার বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই--> অপরিপক্কবুদ্ধি

যাহার বয়স বেশি (পরিণত) হয় নাই--> অপরিণতবয়স্ক

যাহার ব্যবহার নম্র--> অমায়িক

যাহার ভাতের অভাব--> হাভাত

যাহার মমতা নাই--> নির্মম

যাহার মূলে ঈর্ষা আছে--> ঈর্ষামূলক

যাহার শেষ নাই--> অশেষ, সীমাহীন

যাহার সর্ব হারাইয়াছে--> সর্বস্বান্ত

যাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়--> হৃদয়বিদারক

যাহার এক মাতার গর্ভে জন্মিয়াছে--> সহোদর, সোদর

যাহারা দীপ্তি পাইতেছে--> দেদীপ্যমান

যাহাকে কোনক্রমেই নিবারণ করা যায় না--> অনিবার্য

যার নাম কেহ জানে না--> অজ্ঞাতনামা

যার অনুরাগ দূর হয়েছে--> বীতরাগ

যার কিছু নেই--> অকিঞ্চন



যাহার সকল ধন নষ্ট হইয়া গিয়াছে--> সর্বস্বান্ত  
যাহার সর্বস্ব হত হইয়া গিয়াছে--> হতসর্বস্ব  
যাহার সর্বস্ব চুরি হইয়া গিয়াছে--> হতসর্বস্ব  
যার পরিমাপ করা যায় না--> অপরিমেয়  
যিনি অল্প কথা বলেন--> মিতভাষী  
যিনি ন্যায় শাস্ত্রে পণ্ডিত--> নৈয়ায়িক  
যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন--> লব্ধপ্রতিষ্ঠ  
যিনি বক্তৃতা দানে পটু--> বাগ্মী  
যিনি বিদ্যা লাভ করিয়াছেন--> কৃতবিদ্য  
যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন--> যুধিষ্ঠির  
যিনি সকল অত্যাচার সহ্য করেন--> সর্বসংসহ  
যিনি সকল কিছু জানেন--> সর্বজ্ঞ  
যিনি সর্বত্র গমন করেন--> সর্বগ্রা  
যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন বা করেন--> স্রষ্টা  
যিনি স্মৃতি শাস্ত্র জানেন--> স্মার্ত  
যে সুন্দরের নিন্দা করা যায় না--> অনিন্দ্যসুন্দর  
যে নারী গোপনে প্রিয়জনের সাথে মিলিত হয়--> অভিসারিণী  
যে নারী কখনও সূর্যকে দেখে নাই--> অসূর্যস্পর্শা  
যে নারীর সন্তান হয় না--> বন্ধ্যা  
যে নারীর একটি মাত্র সন্তান হয়েছে--> কাকবন্ধ্যা  
যে নারীর এখনও বিয়ে হয়নি--> অনুঢ়া  
যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী ছিল--> অন্যপূর্বা  
যে নারী সম্প্রতি বিয়ে করেছে--> নবোঢ়া  
যে স্বামীর স্ত্রী মারা গিয়েছে--> বিপত্নীক  
যে স্বামীর স্ত্রী বর্তমান--> সপত্নীক  
যে সকল আপনার লাভ দেখে--> স্বার্থপর  
যে কোন বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে--> বীতস্পৃহ  
যে গাছ কোন কাজে লাগে না--> আগাছা  
যে গাঁজার নেশা করে--> গেঁজেল

যে জমিতে দুইবার ফসল হয়--> দোফসলী  
যে জমিতে ফসল জন্মায় না--> উষর, অনুর্বর  
যে জমির উৎপাদিকা শক্তি আছে--> উর্বরা  
যে জমিতে উৎপাদিকা শক্তি নাই--> অনুর্বরা  
যে দ্রাণ করে--> দ্রাতা  
যে তৃণাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে--> তৃণভুক  
যে দেশে বহু নদী আছে--> নদীমাতৃক  
যে নারী অপরের দ্বারা পালিত--> পরভৃতিকা  
যে নারী স্বয়ং পতিবরণ করে--> স্বয়ংবরা  
যে নারীর সন্তান মরিয়া যায়--> মৃতবৎসা  
যে নারীর স্বামী পুত্র নেই--> অবীরা  
যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে--> প্রোষিতভর্তৃকা  
যে নারীর হাস্য পবিত্র--> সুস্মিতা  
যে পুরুষ বিবাহ করিয়াছে--> কৃতদার  
যে বৃকে হাঁটিয়া গমন করে--> সরীসৃপ  
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ--> শ্বাপদসংকুল  
যে বৃহৎ বৃক্ষে ফল হয় কিন্তু ফুল হয় না--> বনস্পতি  
যে বা যাহা প্রবীণ বা প্রাচীন নয়--> অর্বাচীন  
যে (ভাই) পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে--> অনুজ  
যে রমণীর অসূহা (হিংসা, পরশ্রীকাতরতা) নাই--> অনসূয়া

র/ল

রেশম দ্বারা নির্মিত--> রেশমী  
রাত্রির মধ্যভাগ--> মধ্যরাত্রি  
রাত্রির প্রথম ভাগ--> পূর্বরাত্রি  
রাত্রির শেষ ভাগ--> শেষরাত্রি  
রব শুনিয়া যাহারা আসিয়াছে--> রবান্ত  
লাভ করিবার ইচ্ছা--> লিপ্সা, লোভ

শ

শুভক্ষণে জন্ম যাহার--> ক্ষণজন্মা  
শৈশবকাল অবধি--> আশৈশব  
শ্রবণের যোগ্য--> শ্রবণীয়  
শক্তির উপাসক--> শাক্ত  
শ্রদ্ধার যোগ্য--> শ্রদ্ধেয়  
শ্রবণ করার ইচ্ছা--> শ্রবণেচ্ছা  
শহরে থাকে যে--> শহুরে  
শত্রু এখনও জন্মায় নাই যার--> অজাতশত্রু  
শোভন হৃদয় যার--> সুহৃদ  
শত্রুকে পীড়া দেয় যে--> অরিন্দ্র  
শত্রুকে হনন করে যে--> শত্রুঘ্ন  
শিশুর পক্ষে যাহা সম্ভবপর--> শিশুসুলভ  
শুনিবামাত্র স্মরণ রাখিতে পারে যে--> শ্রুতিধর

স

সকল পদার্থ ভক্ষণ করে যে--> সর্বভুক .. সরোবরে জন্মে যাহা--> সরোজ  
সকলের জন্য হিতকর--> সর্বজনীন..... সন্তান প্রসব করে যে--> প্রসূতি  
সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা--> প্রত্যুদগমন সর্বজন সম্বন্ধীয়--> সর্বজনীন  
সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া--> আজীবন ..... সমান বয়স যাহাদের--> সমবয়স্ক  
সিংহের গর্জন--> সিংহনাদ ..... সকলের জন্য প্রযোজ্য--> সর্বজনীন  
সহ্য করার স্বভাব যার--> সহিষ্ণু ..... সেবা করার ইচ্ছা--> শুশ্রূষা

হ

হিসাব নাই যার--> বেহিসাবী ..... হাতির চিৎকার--> বৃংহিত

হৃদয় বিদীর্ণ করে যা--> হৃদয়বিদারক.... হরিণের চামড়া--> অর্জিন  
হনন করিবার ইচ্ছা--> জিঘাংসা ..... হিত কামনা করে যে--> হিতাকাঙ্ক্ষী, হিতৈষী  
হিরণ্য দ্বারা নির্মিত--> হিরন্ময় ..... হাট করে যে--> হাটুরে  
হৃদয়ের প্রীতিকর--> হৃদয় ..... অলংকারের শব্দ--> শিঞ্জন, শিঞ্জিত  
অশ্বের ধ্বনি--> হ্রেষা ..... কোকিলের ডাক--> কুহু  
গম্ভীর ধ্বনি--> মন্দ্র..... বান বান শব্দ--> বানাংকার  
ধনুকের ধ্বনি--> টংকার..... নূপুরের ধ্বনি--> নিকুন  
বীরের ধ্বনি--> ভংকার ..... ময়ূরের ধ্বনি--> কেকা

## এক কথায় প্রকাশ ২

অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণকারী--> আততায়ী।  
অতি আসন্ন--> প্রত্যাসন্ন।  
অতি কর্ম--> নিপুণ ব্যক্তি--> করিতকর্মা।  
অতি মূল্য যার--> মহার্ঘ্য, অমূল্য।  
অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ যিনি জানতে পারে--> ত্রিকালদর্শী।  
অনুকরণ করার ইচ্ছা--> অনুচিকীর্ষা।  
অনুকরণে ইচ্ছুক--> অনুচিকীর্ষু।  
অপকার করার ইচ্ছা--> অপচিকীর্ষা।  
অরিকে দমন করে যে--> অরিন্দম।  
অলঙ্কারের শব্দ--> শিঞ্জন।  
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে না যে--> অবিমূষ্যকারী।  
অন্ত্য যে ইষ্টি--> অন্ত্যোষ্টি।  
অন্য কোনো কর্ম নেই যার--> অনন্যকর্মা।  
অর্থহীন উক্তি--> প্রলাপ।  
অগভীর সতর্ক নিদ্রা--> কাকনিদ্রা।  
অশ্ব, হস্তী, রথ ও পদাতিক--> চতুরঙ্গ।

আকাশ ও পৃথিবী--> ক্রন্দসী।  
আগে যা চিন্তা করা হয়নি--> অচিন্ত্যপূর্ব।  
আট প্রহর পরার মতো--> আটপৌরে।  
আমৃত্যু যুদ্ধ করে যে--> সংশ্লিষ্ট।  
আড়ম্বরের সঙ্গে বর্তমান--> সাড়ম্বর।  
আহবান করা হয়েছে ডাকে--> আহূত।  
আকাশে গমন করে যা--> বিহগ, বিহঙ্গ।  
ইহার তুল্য বা সদৃশ--> ঈদৃশ।  
ইন্দ্রকে জয় করেছে যে --> ইন্দ্রজিৎ।  
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন যিনি--> জিতেন্দ্রিয়।  
ঈষৎ রক্তবর্ণ--> আরক্ত।  
ঈষৎ আমিষ্য গন্ধবিশিষ্ট--> আঁষটে।  
উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার--> প্রত্যুৎপন্নমতি।  
উভয় হাত যার সমান চলে--> সব্যসাচী।  
উর্ণা নাভিতে যার--> উর্ণনাভ।  
ঋণ শোধে অসমর্থ যে--> দেউলিয়া।  
এক মতের ভাব--> ঐকমত্য।  
এক যুগের সারা, অন্য যুগের শুরু--> যুগসন্ধি।  
একবার সন্তান প্রসব করেন যিনি--> কাকবক্ষ্যা।  
এক দিনের পথ--> মঞ্জিল।  
একা একা কথা বলা--> স্বগতোক্তি।  
ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য--> ক্ষমার্থ।  
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বেগম--> পঞ্চভূত।  
খাজনা আদায় করে যে--> খাজাঞ্চি।  
গোপন করতে ইচ্ছুক--> জুগুপ্সু।  
গ্রীবা যার সুন্দর--> সুগ্রীব।  
ঘোড়ার ডাক--> হ্রেষা।  
ঘৃণার যোগ্য--> ঘৃণ্য, ঘৃণার্থ।  
চতুর্দিকে প্রচার --> সম্প্রচার।

চৌত্রিশ অক্ষরের স্তব--> চৌত্রিশ।  
ছয় মাস অন্তর --> ষান্মাসিক।  
রব শুনে এসেছেন যিনি--> রবাহত।  
জমির জরিপকারী সরকারি কর্মচারী--> কানুনগো।  
জয়সূচক উৎসব--> জয়ন্তী।  
জয়লাভ করার ইচ্ছা--> জিগীষা।  
দার পরিগ্রহ করেননি যিনি--> অকৃতদার।  
দুই পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি--> উপত্যকা।  
দুই সময়ের মিলনের মুহূর্ত--> সন্ধিক্ষণ।  
দর্শন করতে ইচ্ছুক--> দিদৃক্ষু।  
নূপুরের ধ্বনি--> নিক্কণ।  
নাটকের পাত্রপাত্রী--> কুশীলব।  
ন্যায় শাস্ত্র জানেন যিনি--> নৈয়ায়িক।  
নিন্দা করার ইচ্ছা--> জুগুপ্সা।  
নিমন্ত্রণ না করা সত্ত্বেও যিনি উপস্থিত--> অনাহত।  
নতুন বিবাহিত স্ত্রী--> নবোঢ়া।  
পঙক্তিতে বসার অযোগ্য--> অপাঙক্তেয়।  
পরস্পরের মধ্যে প্রীতি--> সম্প্রীতি।  
পাঁচশ বছর পূর্তির জন্য যে উৎসব--> রজতজয়ন্তী।  
পঞ্চাশ বছর পূর্তির জন্য যে অনুষ্ঠান--> সুবর্ণজয়ন্তী।  
প্রবেশ ইচ্ছুক--> বিবিক্ষু।  
প্রবেশ করার ইচ্ছা--> বিবিক্ষা।  
প্রতিবিধান করার ইচ্ছা--> প্রতিবিধিৎসা।  
প্রতিবিধান করতে ইচ্ছুক--> প্রতিবিধিৎসু।  
পাখির গান--> কুজন।  
পাখির ডাক--> কাকলি।  
পুজার উপকরণ--> অর্ঘ্য।  
পূজা পাওয়ার যোগ্য--> পূজার্হ।  
পূর্বে ছিল এখন নেই--> ভূতপূর্ব।

পূর্বে যা ঘটেনি--> অভূতপূর্ব।

পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে যা--> দেদীপ্যমান।

পূর্বে সুপ্ত পরে উথিত--> সুপ্তোথিত।

পুনঃ পুনঃ রোদন করে যে--> রোরুদ্যমান।

পেতে ইচ্ছে করছে যে বস্তু--> ঈঙ্গিত।

পৃথিবী ও পার্থিব সবকিছুর জ্ঞান--> ভূয়োদর্শন।

প্রতিকার করার ইচ্ছা--> প্রতিচিকীর্ষা।

প্রতিকার করতে ইচ্ছুক--> প্রতিচিকীর্ষু।

বকের মতো কপট ধার্মিক--> বকধার্মিক।

বাইরে আদবকায়দায় দক্ষ অথচ ফাঁকিবাজ--> লেফাফাদুরন্ত।

বাস্তব হতে উৎখাত হয়েছে যে --> উদ্বাস্ত।

বিভিন্ন দিক জয় করেছেন যিনি--> দিগ্বিজয়ী।

বীণার শব্দ--> বাঙ্কার, নিক্কণ।

বৃক্ষাদির নতুন কচি শাখা বা পাতা--> কিশলয়।

বহু গৃহ হতে ভিক্ষা সংগ্রাহক--> মাধুকরী।

বিচার করে কাজ করে না যে--> অবিমৃষ্যকারী।

বিশ্ববাসীর জন্য হিত/বিশ্বজনের নিমিত্ত হিত--> বিশ্বজনীন।

ভাতের অভাব--> হা--> ভাত।

ভাতের অভাব আছে যার--> হা--> ভাতে।

ভবিষ্যতে যা ঘটবে--> ভবিতব্য।

ভক্ষণের ইচ্ছা--> বুভুক্ষা।

ভক্ষণের ইচ্ছুক--> বুভুক্ষু।

মনে জন্মে যা--> মনোজ।

মাছের মতো অক্ষি যার--> মীনাক্ষী।

মুক্তি পেতে ইচ্ছুক--> মুমুক্ষু, মুক্তিকামী।

যা অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল নয়--> নাতিশীতোষ্ণ।

যা গতিশীল--> জঙ্গম।

যা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে--> চিরন্তন।

যা ছয় মাস অন্তর হয়--> ষান্মাসিক।

যা পুনঃ পুনঃ জ্বলছে--> জাজ্বল্যমান।  
যা বপন করা হয়েছে--> উগ্ধ।  
যা বহুকাল ধরে প্রচলিত--> সনাতন।  
যা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না--> দুর্লভ্য।  
যা সকলের কল্যাণের জন্য রচিত--> সর্বজনীন।  
যার স্বামী বিদেশে থাকে--> প্রোষিতভূঁকা।  
যার দাড়ি জন্মায়নি--> অজাতশম্ভ্র।  
যার কুলশীল জানা যায়নি--> অজ্ঞাতকুলশীল।  
যার শত্রু জন্মায়নি--> অজাতশত্রু।  
যার পিঠ বেঁকে গিয়েছে--> ন্যূজ।  
যার স্পৃহা দূর হয়েছে--> বীতস্পৃহ।  
যার কোনো কিছু চাওয়ার নেই--> অকিঞ্চন।  
যারা মূর্তি পূজা করে--> পৌত্তলিক।  
যিনি বাক্যে অতি দক্ষ--> বাচস্পতি।  
যিনি বাঘের চামড়া পরিধান করেন--> কৃত্তিবাস।  
যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন--> কৃতবিদ্যা।  
যুদ্ধ হতে পলায়ন করে না যে সৈন্য--> সংশপ্তক।  
যে নারী সূর্যকে দেখেনি--> অসূর্যস্পশ্যা।  
যে নারীর (বিধবা) পুনরায় বিয়ে হয়েছে--> পুনর্ভূ।  
যে নারীর হাসি শুচি--> শুচিস্মিতা।  
যে হাতে কলমে কাজ করে দক্ষতা লাভ করেছে--> করিতক।  
যে স্ত্রীর বশীভূত--> স্ত্রৈণ।  
যা লাফিয়ে চলে--> প-বগ।  
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে--> প্রত্যুৎপন্নমতি।  
যে অপরের পৃষ্ঠপোষতা করে--> পৃষ্ঠপোষক।  
লিখিত খসড়া--> পান্ডুলিপি।  
শুনার ইচ্ছা--> শুশ্রূষা।  
শুনতে ইচ্ছুক--> শুশ্রুষু।  
ষাট বছর পূর্তির অনুষ্ঠান--> হীরকজয়ন্তী।



স্পৃহা দূর হয়েছে যার--> বীতস্পৃহ।

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকের সমাহার--> চতুরঙ্গ।

হত্যা করার ইচ্ছা--> জিঘাংসা।

হরিণের চামড়া--> অজিন।

হাতের চতুর্থ অঙুলি--> অনামিকা।

হাতির বাসস্থান--> পিলখানা।

